বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে (জানুয়ারি, ২০০৯ হইতে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত) তথ্য মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্যের বিবরণ :

- সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করার নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হইয়াছে।
- ০১ জুলাই ২০০৯ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনমূলে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ আইনের ১টি ইংরেজি ভার্সন, ২টি বিধিমালা এবং ৩টি প্রবিধানমালা জারি করা হইয়াছে।
- সাংবাদিকদের কল্যাণে সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই নীতিমালার আওতায় বিগত ৪টি অর্থ বছরে ৬০৮ জন সাংবাদিক/সংবাদিক পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হইয়াছে।
- বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪' প্রণয়ন করা হইয়াছে। উক্ত আইনের আওতায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) তে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপনসহ ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালনার জন্য একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা হইয়াছে।
- ৩২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, জাতীয় সংসদ কার্যক্রম, কৃষি শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' নামে একটি পৃথক চ্যানেল চালু করা হয় যার সম্প্রচার কার্যক্রম ২৫/০১/২০১১ তারিখ হইতে শুরু হইয়াছে।
- কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা,২০১০ প্রণয়ন করা হইয়াছে।
- বর্তমান সরকারের সময়ে ৩১টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেয়া হইয়াছে। বর্তমানে মোট ২৩টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার জন্য এই যাবত ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়া হইয়াছে। বর্তমানে ১৫টি চালু অবস্থায় রহিয়াছে।
- বেসরকারি মালিকানায় এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১০ প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং এই নীতিমালার আওতায় বর্তমান সরকারের সময়ে ২৪টি এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হইয়াছে। বর্তমানে ১৩টি চালু অবস্থায় রহিয়াছে।
- চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণাসহ করা হইয়াছে এবং ৩ এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হইয়াছে।
- বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণে সহযোগিতা প্রদানের জন্য 'পি-ফিল্ম মঞ্জুরী নীতিমালা-২০১০' প্রণয়ন করা হইয়াছে।
- বর্তমান সরকারের সময়ে ৪৯ টি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করা হইয়াছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি অর্থ বছরে ০২টি করে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান দেয়া হইয়াছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের নিমিত্ত সরকারি অনুদান প্রদানের জন্য নিয়মাবলি,২০১২ প্রণয়ন করা হইয়াছে।
- ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শৃংখলা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪" প্রণয়ন করা হইয়াছে।

- বিগত ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০০৮, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০০৯, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১০, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১১, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১২ ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৩ এর যথাক্রমে ২৬, ২৮, ২৬, ২৪ ও ২৪ ক্যাটাগরিতে ২৮টি পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে।
- সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে ০১ (এক) লক্ষ টাকা মূল্য মানের আজীবন সম্মাননা এবং পোশাক ও সাজ-সজ্জা নামক ২টি নতুন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।
- শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকের ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের ০৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে।
- ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ সেন্সরের আওতাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিদ্যমান সেন্সর নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হইয়াছে।
- সেন্সর বোর্ড কর্তৃক সেন্সর সংক্রান্ত আইন, বিধি ও কোড যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স, সেন্সর বোর্ড এবং গণযোগযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিবিড় মনিটরিং এর ফলে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং ভিডিও পাইরেসি অনেকাংশে বন্ধ হইয়াছে। বর্তমান সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে প্রেক্ষাগৃহে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে।
- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১০ প্রণয়ন করা হইয়াছে।
- উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা-২০০০ সংশোধন করিয়া 'উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা-২০১২' প্রণয়ন করা হইয়াছে।
- চলচ্চিত্র সংসদ/ক্লাব নিবন্ধন ও পরিচালনার জন্যে The Film Clubs (Registration and Regulation) Act, ১৯৮০ আইনটি রহিত করিয়া নতুনভাবে 'চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন ২০১১' প্রণয়ন করা হইয়াছে।
- ৬০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'তথ্য ভবন' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হইয়াছে। ৬/৮/২০১৫ ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'তথ্য ভবন'-এর ভিত্তি প্রস্তর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করেন।
- পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে প্রণীত বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৮ সালে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়। সরকার প্রিন্ট মিডিয়ার স্বার্থ বিবেচনায় লইয়া 'বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা,২০০৮' সংশোধনপূর্বক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০০% বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
- ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। ২০২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রহিয়াছে।
- প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য গঠিত '৮ম সংবাদপত্র ওয়েজবোর্ড' কর্তৃক সুপারিশকৃত রোয়েদাদ মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।
- ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য অনুসরণীয় 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪' মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর গত ০৬ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।
- 'সাফল্যের পাঁচ বছর' (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩) শিরোনামে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

- ১১ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখের এসআরও নং ৯২-আইন/২০১৬ মূলে 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা,২০১৬' টি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের অর্জিত সাফল্যের বিবরণ:

বাংলাদেশ টেলিভিশন:

* বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার সময়ের শতকরা ৭৫ ভাগ সময় সরকারের উন্নয়নমূলক এবং জনস্বার্থ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্প্রচার করা হইতেছে।

* 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' চ্যানেল যতদিন পর্যন্ত না স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করিবে ততদিন পর্যন্ত বিটিভি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করিবে।

* ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিটিভি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ' বাস্তবায়ন এবং ৫৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ''ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

* ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনসহ চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিটিভি'র বার্তা বিভাগের জন্য নতুন ক্যামেরা, কম্পিউটার, এডিটিং প্যানেল ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

* বিটিভি'র সম্প্রচার ব্যবস্থা এনালগ হইতে সম্পূর্ণ ডিজিটালে রুপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বিটিভি'র অনুষ্ঠান স্যাটেলাইটে ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার করা হইতেছে।

* বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডের অনুষ্ঠান ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া IPTV এবং Web TV এর মাধ্যমে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচারিত হইতেছে।

* বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ০২টি বুলেটিন ইশারা ভাষায় উপস্থাপিত হইতেছে।

বাংলাদেশ বেতার:

* বাংলাদেশ বেতারের প্রতিদিন সম্প্রচার সময় ২৪০ ঘন্টা হইতে ৩৮৫ ঘন্টায় উন্নীত করা হইয়াছে।

* ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ধামরাইস্থ পুরাতন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের বিকল্প হিসেবে একই শক্তিসম্পন্ন ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন' এবং ২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ.এম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২ টি এফ.এম ট্রান্সমিটার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হইয়াছে।

* ৭৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিঃ ওঃ এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রহিয়াছে।

* ২৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ' এবং ৬১.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'কবিরপুর কেন্দ্রে ০১টি ২৫০ কিঃওঃ ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণ যন্ত্র উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

* ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ডিজিটাইজেশন ও আধুনিকীকরণ' এবং ৭৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রহিয়াছে।

* ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের চত্বরে নির্মিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ভাস্কর্য সম্প্রসারণ' শীর্ষক কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন রহিয়াছে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর:

* সংবাদপত্র বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমান সরকারের সময়ে ১,৪৯৭টি নতুন পত্রিকার নামে ছাড়পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

* বর্তমান সরকারের সময়ে ৩ বছরে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, বর্তমান সরকারের ১(এক) বছর, ২(দুই) বছর, ৩(তিন) বছর ও ৪ (চার) বছর পূর্তি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে মোট ৬,০৯০টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে।

* চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও বিদেশী সাংবাদিকদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের ওপর প্রামাণ্যচিত্র 'বাংলার মাটি বাংলার জল', বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ওপর নির্মিত 'অসমাপ্ত মহাকাব্য', বর্তমান সরকারের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'বর্তমান সরকারের সাফল্যের ৫ বছর' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণসহ মোট ১৩৬টি প্রামাণ্য চিত্র, ১৪৪টি সংবাদ চিত্র ও ৭২টি বিশেষ সংবাদচিত্র নির্মাণ করা হইয়াছে।

* 'ডিজিটাল প্রোডাকশন অব ডকুমেন্টারি এন্ড ফিচার ফিল্মস' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হইয়াছে।

* ৬০.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬ তলা বিশিষ্ট 'তথ্য ভবনে'র নির্মাণ কাজ ১২ আগষ্ট ২০১৫ খ্রি. তারিখে শুরু হইয়াছে। এই ভবনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের দপ্তরসমূহ স্থানান্তরিত হইবে।

* ভিভিআইপিগণের দৈনন্দিন কার্যক্রম ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কর্তৃক প্রথম বারের মত প্রায় ৩(তিন) কোটি টাকা ব্যয়ে ২(দুই)টি ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফিক ক্যামেরা সংগ্রহ করা হইয়াছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুরূপ আরও ১(এক)টি ক্যামেরা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর:

* গণযোগাযোগ অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদঃ ভিশন-২০২১ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং এর সাথে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতেছে। এছাড়াও স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রচারাভিযান, ক্ষুদ্র ও খন্ড সমাবেশ, গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, ভেজাল বিরোধী বিশেষ কার্যক্রম, নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে। এ অধিদপ্তর ৬৭,৬৮৬ টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ১৬,৯৬৪ টি সংগীতানুষ্ঠান, ৯,৫৮৪ টি কমিউনিটি সভা, ১০৪ টি শিশু মেলা, ৪৫,৬৩০ টি সড়ক প্রচার সম্পন্ন করিয়াছে।

* ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'এডভোকেসী অন রিপ্রোডাকটিভ হেল্থ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রু ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন টিএপিপি (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

* ২.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'Joint Programme to Address Violence Against Women' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

* ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম" তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইয়াছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ:

* পুরাতন ফিল্ম যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুরক্ষা করা হইতেছে।

* প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রহিয়াছে।

* ২২ কোটি ৭ সাত লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে 'চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি):

* ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বিএফডিসি-তে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

* ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত 'বিএফডিসিকে আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রহিয়াছে। ডিসেম্বর,২০১৬ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ৫৮% সম্পন্ন হইয়াছে। বর্তমানে প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৬৫%।

* ১৯.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত 'কবিরপুর ফিল্ম সিটি' স্থাপণ সম্পর্কিত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদিত হওয়ার পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হইয়াছে ।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি):

* সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৯.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

* সাংবাদিকতায় মাষ্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হইয়াছে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইসষ্টিটিউট:

* ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটরিয়াম নির্মাণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম জুন, ২০১২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

* ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটরিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম জুন, ২০১৫ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্য অধিদপ্তর:

* ২০০৯-১০ অর্থ বছরে তথ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব ব্যাংকের ১ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার আর্থিক সহায়তায় EMTAP কর্মসূচির আওতায় "Strengthening Development Communication between Government and Stakeholders" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হইয়াছে।

* তথ্য অধিদফতরের মাধ্যমে তথ্য বিবরণী, প্রেস নোট, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, আলোকচিত্র, প্রবন্ধ, ফিচার, শ্লোগান, কার্টুন এর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড গণমাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। এ অধিদফতর ২৫,১৫৭ টি তথ্য বিবরণী/হ্যান্ডআউট, ১৬,১৬২ টি ফটোকাভারেজ, ১,১২০টি ফিচার/নিবন্ধ/ক্রোড়পত্র, ৬০২টি প্রেস ব্রিফিং/কনফারেন্স, ৫,৬২০টি এক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু/নবায়ন করেছে। এছাড়া ৫টি মিডিয়া সেন্টার স্থাপন এবং ২টি প্রকাশনা প্রকাশিত হইয়াছে।

বাসস:

* জাতীয় সংবাদ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার নিজস্ব জমিতে একটি ভবন নির্মাণের জন্য 'বাসস ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প পিপিআর এর আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হইয়াছে।

* প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প 'এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)' এর আওতায় 'মিডিয়া ক্যাম্পেইন ফর ডিসিমিনেটিং আউটকাম অব এটুআই প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রহিয়াছে।

তথ্য কমিশন:

* 'তথ্য অধিকার আইন' টি ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং ৫ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অপর ২জন তথ্য কমিশনারের সমন্বয়ে ২০০৯ সালের ১জুলাই ৩ সদস্য বিশিষ্ট 'তথ্য কমিশন' গঠন করা হয়। 'তথ্য অধিকার আইন,২০০৯' এর বিধান অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ১ জন মহিলা কমিশনের সদস্য হয়ে থাকেন। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এ পর্যন্ত ২০,৪৭২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, ১৭,৩৭৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়াছে। আইনটি সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইতোমধ্যে ৬৪ টি জেলায় এবং ১৯ টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

* তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ প্রকাশ করা হইয়াছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের অবহিত করিবার জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে আইনটি প্রকাশ করা হইয়াছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করিবার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' হিসেবে দিবসটি বাংলাদেশেও পালিত হয়ে আসছে।

চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড:

* বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড বর্তমান সরকারের সময়ে সর্বমোট ৫৯৬টি চলচ্চিত্রকে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করিয়াছে যাহার মধ্যে ৩৭৫টি ডিজিটাল চলচ্চিত্র এবং ২২১টি ৩৫ মি.মি. এর চলচ্চিত্র রহিয়াছে। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ৮৭৯টি বিদেশী চলচ্চিত্রকে বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারী করা হইয়াছে। মোট ২১৯টি আমদানীকৃত চলচ্চিত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়করণের জন্য অনাপত্তি দেয়া হইয়াছে এবং ঐ সকল চলচ্চিত্রের সেন্সর সম্পন্ন করা হইয়াছে। অশ্লীলতা রোধে দপ্তরের কর্মকর্তারা নিয়মিত দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ পরিদর্শন করিয়া থাকে।

‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট’ স্থাপন:

* ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন,২০১৩’ প্রণয়ন করা হইয়াছে। উক্ত আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অস্থায়ীভাবে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ভবনে ১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে কার্যক্রম শুরু করিয়াছে। ইতোমধ্যে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রথম কোর্সের (চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্স) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হইয়াছে। গত ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নির্মাণের ওপর প্রশিক্ষণ কোর্সের যাত্রা শুরু হইয়াছে।

= = = = =